ফটোশপে অ্যাডভান্সড এডিটিংয়ের কৌশল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ন্যাচারাল সিন এডিট করার কাজটি বেশ কঠিন। কারণ ন্যাচারাল সিনের মাঝে এডিট করার মতো ছোট-বড় অনেক বিষয় থাকে। এমনকি এডিটিংয়ের সময় কিছু ছোটখাটো বিষয় বাদ দিলেও তখন তা আর ন্যাচারাল মনে হয় না। এ লেখায় ফটোশপ ব্যবহার করে কিভাবে একটি ন্যাচারাল সিন এডিট করা যায় তা দেখানো হয়েছে। প্রথমে এডিটিংয়ের বিষয় হিসেবে ন্যাচারাল লেক সিন বেছে নেয়া যাক।

প্রথমে একটি নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করুন। ইন্টারনেট থেকে পছন্দমতো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নামিয়ে নিন এবং তা পেস্ট করুন। প্রয়োজনে ইমেজটি ঠিকমতো রিসাইজ করে নিন (চিত্র-১)। এবার ফিল্টার অপশনে গিয়ে 'কনভার্ট স্মার্ট ফিল্টার' অপশনটি সিলেক্ট করুন। ইমেজটির ক্ষতি না করে এতে বিভিন্ন ফিল্টার প্রয়োগ করা যাবে। এবার ফিল্টারে গিয়ে ব্লার অপশনে যান এবং গশিয়ান ব্লার অপশন সিলেক্ট করুন। এখানে রেডিয়াস ৩.০ পিক্সেলে সেট করুন। ফলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি ফোকাসের বাইরে চলে যাবে, যা পরে ছবিতে ডেপথ অব ফিল্ড আনতে সহায়তা করবে। এবার একটি হিউ/স্যাচুরেশন এবং কালার ব্যালান্স লেয়ার প্রয়োগ করুন। খেয়াল রাখুন প্রতিবার যেনো ক্লিপিং মাস্ক তৈরি করা হয়। এতে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটি শুধু নিচের লেয়ারে ইফেক্ট ফেলবে। ক্লিপিং মাস্কের অপশনটি লেয়ার প্যানেলের নিচের দিকে থাকে। এ মাস্ক দেয়ার কারণে মূল ছবিটি আলাদা থাকবে এবং তার এডিট করা অংশটুকু আলাদা থাকবে। এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারগুলোর সেটিংস দেয়া হলো। হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার (হিউ : ০, স্যাচুরেশন : -১৫, লাইটনেস : ০), কালার ব্যালন্স লেয়ার (শ্যাডো : -১২/-৪/+২, মিডটোন : -১৫/-২/+১২, হাইলাইটস : -১১/-৮/-১১)।

নতুন একটি লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম দিন 'water ripple'। এবার ইন্টারনেট থেকে পছন্দমতো ন্যাচারাল লেক বা পানির ছবি নামিয়ে নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের নিচের দিকে পেস্ট করুন (চিত্র-২)। পানির ইমেজের পজিশনটি যেনো ঠিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবার একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। একটি সফট কালো পেইন্টব্রাশ ব্যবহার করুন এবং পানির উপরের অংশটুকু ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্লেন্ড করে দিন। লক্ষণীয়, কোনো লেয়ারের ওপর মাস্ক প্রয়োগ করলে কিছু বাড়তি এডিট করা যায়। যেমন– কোনো লেয়ারের মাস্ক তৈরি করলে লেয়ার প্যানেলে লেয়ারের আইকনের পাশে মাস্ক হিসেবে আরেকটি আইকন দেখা যায়। সেটি সিলেক্ট করে যেখানে কালো কালার করা হবে, সংশ্লিষ্ট লেয়ারের সেখানে ব্লেন্ড হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবার আগের মতো ক্লিপিং মাস্ক তৈরি করে হিউ/স্যাচুরেশন এবং কালার ব্যালান্স লেয়ার প্রয়োগ করুন। হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার (হিউ : ০, স্যাচুরেশন : -১০০, লাইটনেস : ০), কালার ব্যালান্স লেয়ার (শ্যাডো : -৮/-১/+৫, মিডটোন : -২১/+১১/+২৬, হাইলাইটস : -১১/+২/+৯)। এখন পানির ইমেজটি দেখলে মনে হবে যেনো সেটি ব্যাকগ্রাউন্ডের একটি অংশ। কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড যেখানে ফোকাসের বাইরে আছে সেখানে পানির ইমেজটি ফোকাসে থাকতে পারে না। এটি দূর করার জন্য পানির লেয়ার এবং এর সাথের অন্যান্য অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার একসাথে সিলেক্ট করে একটি লেয়ার ফোল্ডারে রাখুন। এবার লেয়ার প্যালেট থেকে ওই লেয়ার ফোল্ডারে রাইট বাটন ক্লিক করুন এবং ডুপ্লিকেট লেয়ার গ্রুপ অপশনটি সিলেক্ট করুন। এই ডুপ্লিকেট লেয়ার গ্রুপে water ripple লেয়ারটি সিলেক্ট করুন এবং ৩.০ পিক্সেলের গশিয়ান ব্লার প্রয়োগ করুন। পানির ইমেজটি ব্লার করার ফলে তা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের সাথে মিলে গেছে। এর অর্থ পুরো ইমেজটি ফোকাসের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু পানির মাঝের অংশটুকু ফোকাসের মধ্যে আনা দরকার। এজন্য ব্লার করার পর একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। এবার একটি সফট কালো পেইন্টব্রাশ ব্যবহার করে পানির মাঝের অংশটুকুর ব্লার ইফেক্ট মুছে ফেললে সম্পূর্ণ ছবির মাঝে শুধু পানির মধ্য অংশটুকুই ফোকাসে থাকল।

এবার পছন্দমতো কারও ছবি সিলেক্ট করুন এবং ছবিটি থেকে শুধু মুখমণ্ডলের অংশটুকু কাট করে মূল ছবিতে পেস্ট করুন (চিত্র-৩)। এবার ছবিটি রিসাইজ করা প্রয়োজন। পানি যেভাবে কোনো বস্তুকে ঘিরে থাকে, সিলেক্ট করা ফেসের ইমেজটির নিচের দিকের গঠন সেরকম হয়া উচিত। এজন্য ফেসের নিচের দিকে প্রয়োজনমতো অংশ পেনটুল ব্যবহার করে সিলেক্ট করুন এবং মুছে দিন। ফেসের নিচের অংশটুকুর গঠন যেন চিত্র-৪-এর মতো হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবার ফেসের ইমেজটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্লেড করার জন্য হিউ/স্যাচুরেশন লেয়ার এবং তার সাথে একটি কালার ব্যালান্স লেয়ার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। হিউ/স্যাচুরেশন (হিউ : ০, স্যাচুরেশন : -৭৫, লাইটনেস : ০), লেভেলস অ্যাডজাস্টমেন্ট (৭৭/০.৯১/২৪০), কালার ব্যালান্স (শ্যাডো : -১৫/+২/+৮, মিডটোন : -২২/+৫/+১১, হাইলাইটস : -১২/-২/+৪)। এবার ফেস লেয়ার এবং এর সাথের অন্য লেয়ারগুলোকে একটি লেয়ার গ্রুপে আনুন। ▸

চিত্র-০১

চিত্র-০২

চিত্র-০৩

চিত্র-০৪

চিত্র-০৫

চিত্র-০৬

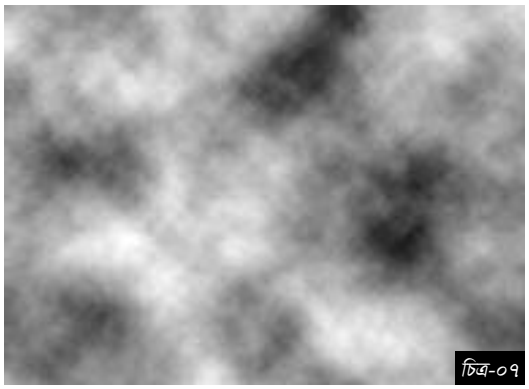
চিত্র-০৭

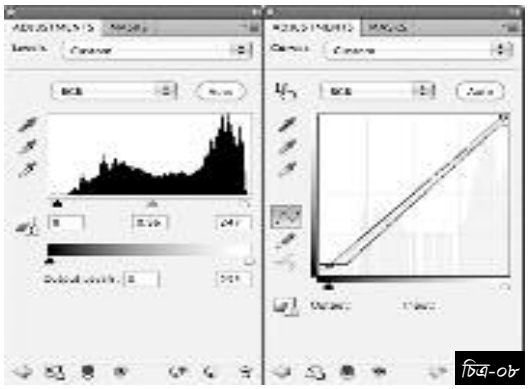
চিত্র-০৮

এবার লেয়ার গ্রুপটি ডুপ্লিকেট করে ডুপ্লিকেটেড ফেস লেয়ারটি সিলেক্ট করুন এবং এডিট অপশনে গিয়ে ট্রান্সফর্ম অপশন সিলেক্ট করুন। এবার ফ্লিপ ভার্টিকেল অপশনটি সিলেক্ট করে ডুপ্লিকেটেড ফেসটিকে সরিয়ে মূল ফেসের নিচে আনুন, যাতে তা মূল ফেসের রিফ্লেকশন মনে হয়। কিন্তু কার্ভড ফেসের জন্য মূল ফেস এবং রিফ্লেকটেড ফেস একে অপরের সাথে ঠিকমতো মেলেনি। এজন্য এডিট অপশনে গিয়ে ট্রান্সফর্ম অপশনে যান এবং ওয়ার্প সিলেক্ট করুন। এবার ওয়ার্প টুল ব্যবহার করে এ দুই ফেসের মাঝে যেকোনো ফাঁকা স্থান থাকলে, তা পূরণ করুন। ফেস রিফ্লেকশন লেয়ারের একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন এবং সফট পেইন্ট ব্রাশ ব্যবহার করে রিফ্লেকটেড ফেসের ধারগুলো মিলিয়ে দিন। এবার লেয়ারটির অপাসিটি কমিয়ে ৫০%-এ আনলে মূল ফেসের একটি সুন্দর রিফ্লেকশন তৈরি হবে। এবার ইন্টারনেট থেকে একটি স্মোকের ইমেজ ডাউনলোড করুন এবং সাদা পেইন্ট ব্রাশ ব্যবহার করে ইমেজটি ফেসের ওপর স্থাপন করুন। স্মোক ইমেজের জন্য যেনো আলাদা লেয়ার তৈরি করা থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবার স্মোকের অপাসিটি কমিয়ে ৩০% করুন।

এবার ফেসে কিছু আলো প্রয়োগ করা দরকার। প্রথমে 'shadow under face' নামে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। লেয়ারটির ব্লেন্ড মোড ওভারলে হিসেবে সিলেক্ট করুন। এবার ২০% অপাসিটির একটি সফট কালো পেইন্টব্রাশ সিলেক্ট করুন এবং ফেসের নিচের দিকে ব্রাশ করা শুরু করুন, যেখানে ফেসের সাথে পানি যুক্ত হয়েছে। এটি করা হয়েছে যেনো ফেসের নিচের দিকে কিছু শ্যাডো দেয়া যায় (চিত্র-৫)। এবার মূল ফেসে নীল পানির কিছু প্রতিচ্ছবি দিন। এজন্য 'blue reflect on face' নামে একটি লেয়ার তৈরি করুন। এবারে ড্রপার টুল দিয়ে নীল পানির কোনো এক অংশ স্যাম্পল হিসেবে নিন এবং ২০% অপাসিটির একটি পেইন্টব্রাশ দিয়ে ফেসের নিচের দিকে ব্রাশ করুন। এবার লেয়ারের ব্লেন্ড মোড পরিবর্তন করে ওভারলে সিলেক্ট করুন এবং অপাসিটি ৫০%-এ কমিয়ে আনুন। এবার 'central lighting' নামে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করুন। ল্যাসো টুল (৩০ পিক্সেল ফেদার) সিলেক্ট করে (চিত্র-৬)-এর মতো পানির মাঝের অংশ সিলেক্ট করুন এবং সাদা রং দিয়ে ফিল করুন। লেয়ারের ব্লেন্ড মোড ওভারলে হিসেবে সিলেক্ট করুন এবং অপাসিটি ৮%-এ কমিয়ে আনুন। এর ফলে পানির মাঝ বরাবর একটি লাইটের লেয়ার পাওয়া যাবে। মূল লাইট সোর্সে কিছু হলুদ রং দেখা যাচ্ছে। এখন 'yellow lighting' নামে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। একটি সফট, মিডিয়াম সাইজ, ৫% অপাসিটির হলুদ পেইন্ট ব্রাশ সিলেক্ট করুন এবং ফেসের ওপরের দিকের ধারগুলোয় ব্রাশ করুন।

ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু পাহাড় এবং পানির সমন্বয়, তাই এতে কিছু কুয়াশা দেয়া দরকার। একটি নতুন লেয়ার 'clouds' তৈরি করুন। এবার ফিল্টার অপশনে গিয়ে রেন্ডার অপশনে যান এবং ক্লাউড অপশন সিলেক্ট করুন। ক্যানভাসে কিছু সাদা-কালো ক্লাউড আনুন (চিত্র-৭)। এবার লেয়ারটির ব্লেন্ড মোড পরিবর্তন করে ওভারলে সিলেক্ট করুন এবং অপাসিটি ১৫%-এ কমিয়ে আনুন। এবার 'fog' নামে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। এবার একটি লার্জ, সফট, ৫% অপাসিটির সাদা পেইন্ট ব্রাশ সিলেক্ট করুন এবং ক্যানভাসের ওপর কিছু র‍্যানডম পয়েন্ট সিলেক্ট করুন। এডিটিংয়ের এ অংশে খেয়াল রাখতে হবে নতুন যোগ করা ইফেক্টগুলো যেনো খুব কম দেখা যায়। এবার 'dodge/burn rough' নামে আরেকটি নতুন লেয়ার তৈরি করুন। এবার এডিট অপশনে গিয়ে ফিরে যান এবং ক্যানভাসটি ৫০% গ্রে দিয়ে ফিল করুন। এবার লেয়ারের ব্লেন্ড মোড পরিবর্তন করে ওভারলে সিলেক্ট করুন। ফলে ৫০% গ্রে হাইড হয়ে থাকবে, কিন্তু মূল ইমেজের ক্ষতি না করে বিভিন্ন বার্ন ইফেক্ট দেয়া যাবে। এবার কম অপাসিটি, সফট কালো পেইন্টব্রাশ শ্যাডোর

চিত্র-০৯

চিত্র-১০

জন্য এবং কম অপাসিটি, সফট পেইন্টব্রাশ হাইলাইটসের জন্য ব্যবহার করুন। এবার ইমেজের রাফ অংশগুলো শুধু বার্ন করে দিন। সবশেষে লেয়ারটির অপাসিটি ৫০%-এ নিয়ে আসুন। এবার একটি ফাইনাল লেয়ার/কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাড করুন। লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট (৯/০.৯৬/২৪৭), কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট (চিত্র-৮)। সবশেষে চিত্র-৯-এর মতো একটি ছবি পাওয়া যাবে।

কনটেন্ট অ্যাওয়ার মুভ/এক্সটেন্ড টুল

ফটোশপ সিএস৬-এর অভাবনীয় সব ফিচারের মাঝে অন্যতম একটি হলো কনটেন্ট অ্যাওয়ার মুভ/এক্সটেন্ড টুল। কনটেন্ট অ্যাওয়ার অপশন মূলত সিএস৫-এ প্রথম দেখা যায়। এটি মূলত একটি অপশন, যার মাধ্যমে ছবিতে কোনো অবজেক্ট রিমুভ করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড রিকভার করা হয়। যদিও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন। অনেক সময়ই এটি ঠিকভাবে কাজ করত না। সিএস৬-এ এই অপশনটির ▸

আরও ডেভেলপ করা হয়েছে। এখানে এই টুল ব্যবহার করে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ পিক্সেল সিলেক্ট করে তা মুভ করানো যাবে অথবা ছবির অন্য স্থানে মুভ করানো যাবে, কিন্তু কোনো নতুন লেয়ার বা মাস্কের প্রয়োজন হবে না। এ টিউটরিয়ালের মাধ্যমে টুলটি কিভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র-১০-এ মূল ছবি এবং একই সাথে এডিট করা ছবি দেয়া হলো। এখানে যে কাজটি করা হয়েছে তা হলো একই লেয়ারে ছবির একটি অবজেক্টকে সরিয়ে আরেক জায়গায় নেয়া হয়েছে।

চিত্র-১১

প্রথমে কনটেন্ট মুভ টুলের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এখানে মেয়েটির ছবিটি মূল ছবির ডান দিক থেকে মাঝখানে নেয়া হবে। এজন্য প্রথমে মেয়েটিকে সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার জন্য সুবিধামতো ল্যাসো টুল বা ক্যুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করুন। এখানে ক্যুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয়েছে। টুলের সেটিং হলো– সাইজ : ১৯ পিক্সেল, হার্ডনেস : ১০০%, স্পেসিং : ২৫%, অ্যাঙ্গেল : ০, রাউন্ডনেস : ১০০%, সাইজ : পেন প্রেসার। সিলেক্ট করার পর যদি কোনো অংশ বাদ পরে তাহলে চিন্তার কিছু নেই। প্লাস (+) বাটন দিয়ে এক্সট্রা সিলেকশন যোগ করা যাবে এবং মাইনাস (-) বাটন দিয়ে অতিরিক্ত সিলেকশন বাদ দেয়া যাবে।

কনটেন্ট অ্যাওয়ার টুল ব্যবহার করতে হলে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, যে অবজেক্টকে নিয়ে কাজ করতে হবে তা সিলেক্ট করার সময় যেনো আশপাশে কিছু বাড়তি জায়গা নিয়ে সিলেক্ট করা হয়। এর কারণ, কনটেন্ট অ্যাওয়ার টুলের কাজই হলো অবজেক্ট মুভ করে এর জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড জেনারেট করা। এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কী ধরনের হবে, তা ঠিক করার জন্যই এ বাড়তি সিলেকশন, যাতে সফটওয়্যারটি ক্যালকুলেট করতে পারে। এখানে অবজেক্টের (মেয়েটিকে) ধার ঘেঁষে সিলেক্ট করা হয়েছে। কিন্তু কিছু বাড়তি জায়গাসহ সিলেক্ট করা প্রয়োজন। এর জন্য সিলেক্টেড এরিয়াকে একটু এক্সপান্ড করলেই হবে। এজন্য অবজেক্ট সিলেক্টেড অবস্থায় সিলেক্ট 'মডিফাই' এক্সপান্ড অপশনে গেলে একটি এক্সপান্ড সিলেকশন ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে। এখানে আপনি উল্লেখ করে দিতে পারবেন বর্তমান সিলেকশন কতটুকু এক্সপান্ড করতে হবে। এই টিউটরিয়ালে ৫ পিক্সেল এক্সপান্ড করা হয়েছে। এক্সপান্ড করার ফলে সিলেকশনের এরিয়া আরেকটু (৫ পিক্সেল পরিমাণ) বেড়ে যাবে।

কনটেন্ট অ্যাওয়ার টুলের কাজ হলো কোনো নির্দিষ্ট অবজেক্টকে মুভ/রিমুভ করা। এ টুলের দু'টি অপশন আছে। একটি হলো মুভ, আরেকটি এক্সটেন্ড। প্রথমে মুভ অপশনটির ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এজন্য কনটেন্ট অ্যাওয়ার টুল সিলেক্ট করে মুভ মোড সিলেক্ট করুন। অবজেক্ট সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় তা টেনে ছবির মাঝ বরাবর নিয়ে আসুন। দেখবেন ছবির মাঝখানে অবজেক্টটি চলে এসেছে (চিত্র-১১)। এখন কেউ যদি চান যে আগের অবস্থান এবং নতুন অবস্থান দুই জায়গায়ই অবজেক্ট থাকবে, অর্থাৎ ছবির মাঝখানে অবজেক্টের শুধু একটি কপি তৈরি হবে তাহলে কনটেন্ট অ্যাওয়ার টুলের মোড এক্সটেন্ডে সিলেক্ট করুন। এখন অবজেক্ট টেনে ছবির মাঝখানে আনলে আগের অবজেক্টেরও থাকবে, একই সাথে পরের নতুন অবজেক্টও থাকবে।

ফটোশপের মাধ্যমে একটি ছবিকে বিভিন্নভাবে এডিট করা যায়। ছবির কোন এলিমেন্টকে এডিট করা হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে এডিটিংকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায়। ফটোশপের মাধ্যমে প্রায় সব ধরনের এডিটিং অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা সম্ভব কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com

কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

(৭৪ পৃষ্ঠার পর)

নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, স্ক্রিন টাইম আউট, স্ক্রিন ব্রাইটনেস ইত্যাদি কন্ট্রোল করার মাধ্যমে ব্যাটারির চার্জ আরও বেশি সময় ধরে রাখতে সাহায্য করে। কিভাবে ব্যাটারি ব্যবহার করলে এবং কিভাবে চার্জ করলে তা বেশি কার্যকর হবে সে ব্যাপারে টিউটরিয়ালও দেয়া আছে অ্যাপ্লিকেশনটিতে। অ্যাপ্লিকেশনটির সুপার পাওয়ার সেভিং মোডের সাহায্যে ব্যাটারি লাইফ দ্বিগুণ করা সম্ভব। অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা বেশ সহজ হয়েছে এর ইউজার ইন্টারফেসের কারণে।

ইজি টাস্ক কিলার

কমপিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে যেমন অনেক প্রোগ্রাম একসাথে রান করা থাকে, যার বেশ কয়েকটি কোনো কাজে লাগে না, সেগুলো বন্ধ করে দেয়া যায় টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে। তেমনি মোবাইলের ব্যাকগ্রাউন্ডেও কিছু অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন চালু থাকে, যা বন্ধ করে দিলে কোনো সমস্যা হয় না। যেমন ব্লুটুথ বা জিপিএসের কাজ করছেন না, কিন্তু তা শুধু শুধু অন করে রাখছেন। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলো র‍্যামে যেমন জায়গা দখল করে মোবাইল স্লো করে দেয়, তেমনি ব্যাটারি লাইফও কমিয়ে ফেলে। ইজি টাস্ক কিলার অব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন ও টাস্কগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে ব্যাটারি লাইফ

বাঁচানোর পাশাপাশি র‍্যাম খালি করে দেয়। অ্যাপ্লিকেশনটির অটো অপ্টিমাইজ অপশনে ক্লিক করলে তা নিমেষেই কাজ সম্পাদন করে দেবে। মজার ব্যাপার মোশন সেন্সরের সাহায্যেও এটি কাজ করে। যদি মনে হয় মোবাইল কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেছে তাহলে মোবাইল ঝাঁকি দিলেই তা ইজি টাস্ক কিলার অপটিমাইজ করে নেবে এমন সুবিধাও দেয়া হয়েছে। ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে অ্যাপ্লিকেশন ও টাস্ক বন্ধ করার সুবিধাও রাখা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশনটিতে। পাই ড্রায়াগ্রামের সাহায্যে সিস্টেমের র‍্যামের কতটুকু খালি, ব্যাটারি লাইফ, সিপিইউ ইউজেস ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এতে।

বি.দ্র. উপরে উল্লিখিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সবই বিনামূল্যে গুগলের অ্যান্ড্রয়িড মার্কেট গুগল প্লে থেকে অ্যান্ড্রয়িড ফোনের জন্য এবং আইফোনের জন্য আইটিউনস স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। যাদের মোবাইলে আগে থেকেই বারকোড স্ক্যানার ইনস্টল করা আছে তা শুধু অ্যাপ্লিকেশন রিভিউয়ের সাথে দেয়া কিউআর কোডগুলো স্ক্যান করলেই ডাউনলোড করার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com

ঘোষণা

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।